center for zakat management
CZM

ZAKAT

A Newsletter of
Center for Zakat Management

আগস্ট - ২০২৪, ভাদ্র - ১৪৩১, সফর - ১৪৪৬ | সংখ্যাঃ ৩০

কুড়িগ্রামের তিনটি প্রকল্পে যাকাত তহবিল হস্তান্তর

দারিদ্র বিমোচন ও মানব উন্নয়নের লক্ষ্যে কুড়িগ্রাম জেলার চর রাজিবপুর উপজেলায় তিনটি জীবিকা প্রকল্পে (জীবিকা কোদালকাঠি, জীবিকা মোহনগঞ্জ এবং জীবিকা রাজিবপুর) যাকাত তহবিল হস্তান্তর করেছে সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট। প্রকল্প তিনটিতে ১৪৫২টি সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র পরিবারকে ১৫,০০০ টাকা করে মোট ২ কোটি ১৭ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ছাড়াও উপার্জন করতে অক্ষম ৪৯টি পরিবারকে নিয়মিত খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। দেশের দরিদ্রতম উপজেলা চর রাজিবপুরে তিনটি প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ১৫০১টি পরিবারের জীবন মান উন্নয়নে কাজ করছে সিজেডএম।

সিজেডএম ইতোমধ্যেই এই পরিবারগুলোকে বিভিন্ন আয়-বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। পরিবারগুলো প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারবে। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন মানবিক সহায়তা যেমন নিয়মিত ঔষধ প্রদান, গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিশ্চিত করা, নিরাপদ পানি সরবারহ, স্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন ব্যবস্থা, শিশুদের শিক্ষা সহায়তা, নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, ভিক্ষাবৃত্তি ও সুদযুক্ত ঋণের বোঝা থেকে মুক্তির জন্য নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

বন্যার্ত মানুষের পাশে সিজেডএম

ভারী বৃষ্টি এবং পাহাড়ী ঢলের কারণে গত মে-জুন'২৪ মাসে উত্তরবঙ্গে সৃষ্টি হয় প্রলয়ংকরী বন্যা। উত্তরবঙ্গের কয়েক লক্ষ মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়ে এবং মানবেতর জীবন কাটাতে বাধ্য হয়। এরকম পরিস্থিতিতে এসকল বন্যাকবলিত মানুষের পাশে দাঁড়ায় সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম)।

সিজেডএম এর পক্ষ থেকে মোট ১০৯০ পরিবারকে প্রায় ১৮ লক্ষ ১৫হাজার টাকার ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে জুলাই মাসের ১০ তারিখে কুড়িগ্রাম জেলার চর রাজিবপুর উপজেলার কোদালকাঠি ইউনিয়নে ৪৭০টি পরিবার এবং রাজিবপুর সদর ইউনিয়নে ১২০টি পরিবারের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১২ জুলাই কুড়িগ্রাম জেলার চর রাজিবপুর উপজেলার মোহনগঞ্জ ইউনিয়নে আরও ৫০০ পরিবারের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। সব মিলিয়ে ১০৯০ টি পরিবারের মাঝে ত্রাণ ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

বানভাসী এসব মানুষের পুনর্বাসনে সিজেডএম কাজ শুরু করেছে। আশা করা যায় তারা শীঘ্রই ক্ষতি কাটিয়ে উঠে স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবে ইন-শা-আল্লাহ্।

ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত হয়েছে যাকাত সেমিনার

সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম)-এর উদ্যোগে রাজধানী ঢাকার পাশাপাশি দেশের বিভাগীয় শহরে যাকাত সর্ম্পকে সচেতনা সৃষ্টির লক্ষ্যে সম্প্রতি ময়মনসিংহে প্রথমবারের মতো 'যাকাতের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক এক সেমিনার আয়োজন করা হয়।

গত ২৪ মে ২০২৪ তারিখে ময়মনসিংহ জেলা পরিষদের ভাষা শহীদ আব্দুল জাব্বার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ ইকরামুল হক টিটু। মেয়র বলেন, বিপন্ন-মানুষের কল্যাণে সিজেডএম যে কাজ করছে তা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে তরান্বিত করবে। যাকাতের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা খুবই গুরত্বপূর্ণ এবং এর মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন সম্ভব। তিনি সবাইকে যার যার অবস্থান থেকে সমাজ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম)-এর চেয়ারম্যান জনাব নিয়াজ রহিমের সভাপতিত্বে সেমিনারে কী-নোট স্পীকার হিসেবে উল্লেখিত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সিজেডএম এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া। প্যানেল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক এবং ইত্তেফাকুল ওলামা ময়মনসিংহের সভাপতি মুফতি মহিব উল্লাহ। মবিনাউস ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় আয়োজিত এ সেমিনারে আলোচকবৃন্দ বলেন, সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করতে ইসলামে যাকাতের বিধান রাখা হয়েছে। ব্যক্তি পর্যায়ে শাড়ি-লুঙ্গি বিতরন বা সামান্য কিছু টাকা দিয়ে দারিদ্র বিমোচন সম্ভব নয়, বরং এতে ভিক্ষাবৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পাশাপাশি যাকাতের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা সম্পদের সুষম বন্টন ও দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা রাখতে পারে। কী-নোট স্পীকার তার বক্তব্যে সিজেডএম এর বিভিন্ন কর্মসূচির অভিজ্ঞতা, সফলতা ও বাংলাদেশের যাকাতের বিপুল সম্ভাবনার নানান দিক তুলে ধরেন।

এ সেমিনার শেষে বিকেলে একই মিলনায়তনে ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ মসজিদের ইমাম ও খতিবদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় 'প্রাতিষ্ঠানিক যাকাত ব্যবস্থাপনায় ইমাম ও খতিবদের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনার।

প্রথমবারের মত শিক্ষক সম্মেলনের আয়োজন করেছে সিজেডএম

গত ২৫-২৬ মে তারিখে ঢাকার উত্তরায় অবস্থিত একটি ট্রেনিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয় সিজেডএম পরিচালিত বিভিন্ন স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের নিয়ে প্রথমবারের মতো বার্ষিক শিক্ষক সম্মেলন। সম্মেলনে স্কুল ও মাদ্রাসার ১২০ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনটির উদ্দেশ্য ছিল সিজেডএে-মর শিক্ষা কর্মসূচি, শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন, সিলেবাস এবং পাঠ্যসূচির সমন্বয় ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা এবং শিক্ষকদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। উক্ত সম্মেলনে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ ভালো শিক্ষকের গুণাবলী, কার্যকর শিক্ষা-শিক্ষণ কার্যক্রম, নৈতিকতা উন্নয়ন এবং বাংলাদেশে শিক্ষার সার্বিক অবস্থাসহ সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন।

সুবিধাবঞ্চিতদের মাঝে সিজেডএম কর্তৃক কুরবানির মাংস বিতরণ

আমাদের সমাজে অনেক অভাবি মানুষ রয়েছে যারা শুধু কুরবানির ঈদেই গোশত খাওয়ার সুযোগ পেয়ে থাকে। তাই কুরবানির ঈদের অপেক্ষায় থাকে বহু সুবিধাবঞ্চিত মানুষ। সিজেডেম-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রতিবারের মতো এবারও ঈদের দিন কুরবানির গোশত বিতরণ করা হয়েছে। ঢাকা শহরের নিম্নবিত্ত এলাকাসহ কুমিল্লা, মানিকগঞ্জ, সাভার ও হাতিয়া এলাকার ১৩৫৯ জন দুঃস্থ শিশু ও তাদের পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে কুরবানির গোশত। অভাবি অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফোট-াতে ২০১০ সাল থেকে প্রতি বছর কাজ করে যাচ্ছে সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট।

জন্মগত হৃদরোগ থেকে সেরে উঠলো আহনাফ

আহনাফ আদিল ইসলাম (১০ মাস) জন্মগত হৃদরোগে ভুগছিলেন। তার বেঁচে থাকার একমাত্র আশা ছিল তার হার্টে একটি পিডিএ ডিভাইস স্থাপন করা। জিহানের বাবা গিয়াস উদ্দিন রিক্সা চালক। মাসে মাত্র ৭০০০ থেকে ১০,০০০ টাকা রোজগার থেকে তার পক্ষে সন্তানের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা অসম্ভব ছিল। সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট আহনাফ আদিলের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রখ্যাত পেডিয়াট্রিক বিশেষজ্ঞ ডাঃ তাহেরা নাজরিনের সাথে যোগাযোগ করে। তাহেরা নাজরিনের তত্ত্বাবধানে ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে শিশুটির হার্টে পিডিএ ডিভাইস স্থাপন করা হয়। আহনাফ আদিল ইসলাম এখন সুস্থ আছে এবং তার বাবা মা সন্তানের সাধারণ জীবনযাপনের প্রত্যাশায় রয়েছে।

নওগাঁ ও সিলেটের দু'টি জীবিকা প্রকল্পের সফল সমাপ্তি

২০১৯ সালে শুরু হওয়া নওগাঁ ও সিলেটের দুইটি জীবিকা প্রকল্পের পাঁচ বছর পূর্তিতে সফলভাবে সমাপ্তি ঘটেছে। নওগাঁ জেলার প্রকল্প- জীবিকা শিকারপুর ০১ মে ২০১৯ সাল এবং সিলেট জেলার প্রকল্প- জীবিকা সুরমা-২, ০১ জুলাই, ২০১৯ সালে শুরু হয়েছিল। প্রকল্পের পরিসমাপ্তিতে জীবিকা শিকারপুর প্রকল্পের ৫১২ ও জীবিকা সুরমা-২ প্রকল্পের ৫০০ জন তৃণমূল সংগঠনের সদস্যদেরকে তাদের তহবিলের সঞ্চিত অর্থ ব্যক্তিগত ব্যাংক একাউন্টে হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রকল্প দুইটি শেষে তৃণমূল সংগঠনের তহবিলের হিসাব চূড়ান্তকরণ, আয়-ব্যয় যাচাই ও আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়াও তহবিল বিতরণ সংক্রান্ত আর্থিক ডকুমেন্টস তথা- মাষ্টার রোল, প্রাপ্তি স্বীকারপত্র, আয়-ব্যয় বিবরনী, ব্যালেন্স শীট, ব্যাংক ষ্ট্যাটমেন্ট, দলের ক্লোজিং রেজুলেশনসহ যাবতীয় নথিপত্র সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট এর প্রধান কার্যালয়ে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

শহীদ আবু সাঈদের স্মরণে জিনিয়াস বৃত্তি কর্মসূচি'র নাম পরিবর্তন

সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম) ২০১৫ সাল থেকে এপর্যন্ত শুধুমাত্র বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩৪০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে "জিনিয়াস" বৃত্তি প্রদান করেছে এবং বর্তমানে ৫০৮ জন শিক্ষার্থী প্রতিমাসে এ বৃত্তি পাচ্ছে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহীদ 'মোঃ আবু সাঈদ মিয়া' সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম)-এর ২০২০ ব্যাচের জিনিয়াস বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র। সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালীন আবু সাঈদ প্রতিমাসে ৪০০০ টাকা করে ২ বছর ৬ মাস বৃত্তি পেয়েছেন এবং নিয়মিত আত্ম-উন্নয়নমূলক সেশনে অংশগ্রহণ করেছেন। আমরা শহীদ মোঃ আবু সাঈদ মিয়া-এর মাগফেরাত কামনা করছি।

শহীদ আবু সাঈদের স্মৃতি রক্ষার্থে সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট রংপুর অঞ্চল-এর জিনিয়াস বৃত্তি কর্মসূচির নাম পরিবর্তন করে 'জিনিয়াস আবু সাঈদ বৃত্তি কর্মসূচি' নামকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

উল্লেখ্যে, ২০১০ সালে শুরু হওয়া সিজেডএম জিনিয়াস বৃত্তি কর্মসূচি আওতায় এপর্যন্ত সারাদেশে ১৫,৬২৮ জন ছাত্র-ছাত্রীর উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম হয়েছে।

ক্যান্সারে আক্রান্ত সৈকতের পাশে সিজেডএম

জীবিকা উন্নয়ন প্রকল্প, সোনাইমুড়ি সদরের মুস্তাহিক শেফালীর ছেলে সৈকত (২৬ বছর) দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত। চিকিৎসক জানান যে, সৈকতের ক্যান্সার থেকে পরিত্রানের আর উপায় নেই; তবে যে ক'দিন বেচেঁ থাকবে উপসর্গ অনুয়ায়ী চিকিৎসা চালাতে হবে। একজন মৃত্যু পথযাত্রীর কষ্ট লাঘবে পাশে দাঁড়ায় সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট। চিকিৎসক রোগীর নিরবিচ্ছিন্ন অক্সিজেন সরবরাহের পরামর্শ দিয়েছেন। সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট সৈকতের জন্য অক্সিজেন কনসিলেটর ক্রয় করে রোগীর কষ্ট লাঘবে বাড়িতেই তার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। রোগীর স্বজনরা সিজেডএম-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।

রাজধানীতে আয়োজিত সাতদিনব্যাপী এসএমই ফেয়ারে সিজেডএম-এর অংশগ্রহণ

এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত একাদশ এসএমই মেলায় অংশগ্রহণ করেছে সিজেডএম। গত ১৯–২৫ মে ২০২৪ তারিখে রাজধানীর ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে মেলার আয়োজন করা হয়। মেলায় ৩০০ টিরও বেশি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। সিজেডএম অর্থায়ন সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মেলায় একটি স্টল নেয়ার সুযোগ পেয়েছিলো। এসএমই ফাউন্ডেশনের রিপোর্ট অনুযায়ী এধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশী দর্শনার্থী ছিল সিজেডএম স্টলে। মেলায় সিজেডএম তাদের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের তৈরি ২৭ ধরনের বিভিন্ন পণ্য প্রদর্শন করে। কিছু পণ্য বিক্রি হয় এবং কতিপয় ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যতে আরও কিছু পণ্য অর্ডার করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। সিজেডএম স্টলে আগত দর্শনার্থী ও মেলায় অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিষ্ঠানের কাছে সিজেডএম যাকাত বিষয়ক বই ও সিজেডএম-এর প্রচারপত্র বিতরণ করে। সিজেডএম-এর স্টলে আগত অর্ধেকের বেশী দর্শনার্থী সিজেড-এম-এর সাথে পরবর্তীতে যোগাযোগ করতে কিংবা সিজেডএম অফিস পরিদর্শন করতে আগ্রহ দেখান। সামগ্রিকভাবে আয়োজক, অংশগ্রহণকারী সংস্থা এবং দর্শনার্থীদের মধ্যে যাকাত সম্পর্কে একটি সুধারনা তৈরি হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

অটো-ভ্যান পেয়ে খুশি সাজু মিয়া

সাজু মিয়া গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ থানার ছয়ঘরিয়া গ্রামের বাসিন্দা। বাবা, মা ও দুই সন্তান নিয়ে তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৬ জন। তার চাষাবাদের জমি নেই। দিনমুজরী ও রিক্সা চালিয়ে কষ্ট করে তার সংসার চলে। তিস্তা নদীর করাল গ্রাসে ইতোমধ্যে দু'বার তার ঘর ভাঙ্গা পড়ে। তার দুই সন্তান; ছেলে শাহিন শেখ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং মেয়ে সুমনা আক্তার সুফিয়া নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী।

সাজু মিয়ার খরচ বেড়ে যাওয়ায় তিনি ভাড়া রিক্সা চালিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে সংসার চালাতে পারছিলেন না। তাই তিনি সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্টের নিকট একটি গাড়ীর আবেদন করেন। সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট দরিদ্র সাজু মিয়াকে একটি অটো ভ্যানগাড়ী কিনে দেয়। সাজু মিয়া অটো ভ্যান গাড়ী চালিয়ে বর্তমানে দৈনিক ৬০০ টাকা আয় করতে পারেন। এতে স্বাচ্ছন্দ্যে সংসার চালিয়ে ছেলে মেয়েদের পড়াশুনার খরচও নির্বাহ করতে পারছেন। সাজু মিয়া অটো ভ্যান পেয়ে খুশি এবং সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্টের জন্য নিয়মিত মহান আল্লাহর নিকট দোয়া করছেন।

center for zakat management
CZM
সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট
১১৩/বি, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮, বাংলাদেশ।
+৮৮০ ২ ৮৮৭০ ৭৭০, +৮৮০ ১৭২৯ ২৯৬ ২৯৬
info@czm-bd.org fb.com/czm.org www.czm-bd.org

center for zakat management
CZM

ZAKAT

A Newsletter of
Center for Zakat Management

August - 2024, Bhadra - 1431, Safar - 1446 | Issue: 30

Zakat Fund Transferred to Three Projects in Kurigram

Center for Zakat Management (CZM) has transferred Zakat funds to the beneficiaries of three livelihood projects in Char Rajibpur Upazila of Kurigram District, namely Jeebika Kodalkathi, Jeebika Mohanganj, and Jeebika Rajibpur, with the objective of alleviating poverty and human development.

A total of 2.8 crore taka has been disbursed to 1,452 underprivileged families where each family received Taka 15,000. Besides, as many as 49 nos. of families have been receiving regular food assistance. Through these three projects, CZM has been working to improve the living standards of 1,501 families in Char Rajibpur, the poorest Upazila in the country. CZM has already provided skill development training on various income-generating trades to these families. By receiving training, these families will be able to enhance their skills and engage in income-generating activities to improve their socio-economic conditions.

Under the project, various humanitarian assistance are provided including monthly food support, regular medicine supply, ensuring necessary medical care for pregnant and lactating mothers, providing safe water, constructing sanitary latrines, supporting children's education, and providing financial assistance to free them from begging and the burden of interest-bearing loans.

CZM Stands by the Flood-Affected People

Due to heavy rains and flash floods, a devastating flood occurred in Northern part of Bangladesh during May-June 2024. Thousands of people in Northern Bengal were trapped by floodwaters and forced to live in inhumane conditions. In such a situation, Center for Zakat Management (CZM) stood by the flood-affected people.

CZM distributed relief materials worth approximately 1.8 million Taka to a total of 1,090 families. In the initial phase, on July 10, relief materials were distributed to 470 families in Kodalkathi Union and 120 families in Rajibpur Sadar Union of Char Rajibpur Upazila in Kurigram District.

In the second phase, on July 12, relief materials were distributed to an additional 500 families in Mohanganj Union of Char Rajibpur Upazila in Kurigram District. In total, relief and food materials were distributed to as many as 1,090 nos. of families.

CZM has already started rehabilitation of the affected people by the recent floods. It is anticipated that the flood-impacted residents of the North will recover from their losses and resume normal life shortly.

Zakat Seminar Held in Mymensingh

Center for Zakat Management (CZM) organized a seminar titled "Institutional Management of Zakat" for the first time in Mymensingh to raise awareness about Zakat, beside the capital Dhaka and other divisional cities. The seminar was held on Friday, May 24, 2024, at 10:00 AM in the Bhasha Shaheed Abdul Jabbar Auditorium of the Mymensingh District Council.

The Mayor of Mymensingh City Corporation Md. Ikramul Haque Titu attended the Seminar as the Chief Guest. The Mayor highlighted that CZM's work for the welfare of the disadvantaged accelerates socio-economic development. He emphasized the importance of institutional management of Zakat for poverty alleviation and encouraged everyone for contributing to societal change from their respective positions.

The seminar was chaired by CZM's Chairman Niaz Rahim, while Dr. Mohammad Ayub Miah, CEO of CZM delivered the keynote speech. Dr. Zubair Muhammad Ehsanul Haque, Professor of the Department of Arabic at Dhaka University, and Mufti Mohib Ullah, President of Ittefaqul Ulama Mymensingh attended the seminar as Panel Discussants. The seminar was organized with the support of the Mobinous Welfare Foundation and moderated by CZM's AGM, Weis Khan Noor Sohel, with a welcome speech from CZM's Head of Corporate Affairs (HoCA), Colonel (Retd.) Md. Zakaria Hossain.

The speakers discussed the importance of Zakat for ensuring equitable distribution of wealth. They pointed out that distributing a small amount of money or items at the individual level does not alleviate poverty, rather it encourages begging. Institutional management of Zakat, beside various governmental initiatives, can contribute significantly to equitable distribution of wealth and poverty alleviation. The keynote speaker shared CZM's experiences, successes, and the potential of Zakat in Bangladesh.

In the afternoon, another seminar titled "The Role of Imams and Khatibs in the Institutional Management of Zakat" was held at the same venue. The seminar brought together Imams and Khatibs of prominent Masjids of the Mymensingh Division.

CZM Organizes the First Teachers' Conference

The first Annual Teachers' Conference for CZM Schools and Madrasha was held on May 25-26, 2024, at a Training Center at Uttara, Dhaka. The conference provided a platform for 120 teachers to participate in capacity-building sessions, workshops, and discussions with experts and scholars. The objectives were to enhance understanding of CZM's education program, improve quality education, harmonize the curriculum and syllabus, and build teachers' capacity. Renowned scholars delivered presentations on various topics, including the qualities of a good teacher, interactive teaching methods, ethics and morality and the status of education in Bangladesh. The teachers expressed high satisfaction with the conference's content, resource persons, and overall management.

CZM Distributed Qurbani Meat Among the Underprivileged

In our society, Eid-ul-Adha is an opportunity for many impoverished people to enjoy meat. Therefore, they eagerly await this festival. This year, like in previous years, the Qurbani meat has been distributed to the needy by the Center for Zakat Management (CZM). The meat was distributed to 1,359 underprivileged children and their families in low-income areas of Dhaka, as well as in Cumilla, Manikganj, Savar and Hatiya. Since 2010, CZM has been working for bringing smiles to the faces of the needy and destitute people by distributing Qurbani meat and supporting the impoverished.

Ahnaf Recovered from Congenital Heart Disease

Ahanaf Adil Islam (10 months old) had been suffering from congenital heart disease. His only hope for survival was to receive a PDA (Patent Ductus Arteriosus) device. Jihan's father, Gias Uddin, a rickshaw puller was earning only Tk. 7,000 to 10,000 per month, making it impossible for him to afford his child's treatment. Center for Zakat Management contacted renowned pediatric heart specialist Dr. Tahera Nazrin to ensure Ahanaf Adil's proper medical treatment. Under Dr. Tahera Nazrin's supervision, the child received a PDA device at Evercare Hospital, Dhaka. Ahanaf Adil Islam is now completely well, and his parents are hopeful for their child's normal life ahead.

Successful Completion of Two Projects in Naogaon and Sylhet

Two livelihood projects in Naogaon and Sylhet, which began in 2019, have successfully concluded after five years. The Jeebika Shikarpur project in Naogaon and the Jeebika Surma-2 project in Sylhet commenced on May 1, 2019 and July 1, 2019 respectively. At the end of these projects, the remaining funds were transferred to the members of 512 nos. grassroots organizations (GRO) of the Jeebika Shikarpur project and 500 GRO members of the Jeebika Surma-2 project.

Upon completion of the projects, final accounting of the grassroots organization funds, auditing of income and expenses, and preparation of financial statements have been done. Besides, all related financial documents, such as master rolls, acknowledgement receipts, income and expense statements, balance sheets, bank statements, and the groups' closing resolutions, have been archived at the Center for Zakat Management's head office.

Renaming Genius Scholarship Program in memory of Shaheed Abu Sayeed

Center for Zakat Management (CZM) has awarded the Genius scholarship to 1,340 students of Begum Rokeya University since 2015, and currently, 508 students are being provided the scholarship every month.

Martyred in the Anti-discrimination Student Movement, 'Md. Abu Sayeed Mia' was a CZM Genius scholarship recipient of the 2020 batch. During his university studies, Abu Sayeed received a monthly scholarship of BDT 4,000 from the Center for Zakat Management for 2 years and 6 months and regularly participated in capacity building sessions. We pray for the forgiveness of the late Md. Abu Sayeed Mia.

In memory of the Shaheed Abu Sayeed, CZM has decided to rename the Genius Scholarship Program of Rangpur Region as the 'Genius Abu Sayeed Scholarship Program.'

It is to be noted that CZM provided scholarship to 15,628 students since 2010 and contributed to their higher education.

CZM Stands by Saikat Battling Cancer

Saikat, a 26-year-old son of Shefali, a beneficiary of Sonaimuri Jeebika project has been struggling with a serious type of cancer. The doctors have informed that there is no cure for Saikat's cancer, but he should continue treatment to alleviate symptoms as much as possible. CZM is supporting Saikat in his journey, helping to ease his suffering. The doctors have recommended continuous oxygen supply to alleviate Saikat's discomfort. CZM has procured an oxygen concentrator for Saikat, ensuring that he receives the necessary care at home. The family expresses gratitude to CZM for supporting Saikat during his difficult time.

CZM Participated in Seven-Day SME Fair Held in the Capital

CZM attended the 11th SME Fair organized by SME Foundation held at BICC during 19 - 25 May 2024. As many as 300 organizations had their stalls at the fair. CZM also got an opportunity to a set up a stall there as a financing facilities organization. As per the report of SME Foundation, CZM had the highest number of visitors among all the financing facilities organizations having 900-1000 visitors. CZM displayed its publications and different products (27 items) produced by CZM Mustahiks. Some of the products have been sold. A few visitors showed interest in ordering some products in future. CZM distributed its publication to all the visitors and the organization having their stalls at the fair. Almost half of them showed interest in contacting CZM OR visiting CZM office. As many as 25-30 visitors showed interest in giving their Zakat to CZM. Overall, CZM had a good impression among the organizer, participating organizations and visitors.

Saju Mia Happy for Getting Auto-Van

Saju Mia is a resident of Choygharia village in Sundarganj Upazila, Gaibandha district. His family consists of his parents and two children. Saju Mia does not own any agricultural land and supports his family by driving a rickshaw daily. The erosion caused by the Tista River has twice destroyed his home.

His son, Shahin Sheikh, is a student at Rajshahi University, and his daughter, Sumona Akhtar Sufia, is a ninth-grade student. Due to increasing expenses, Saju Mia found it challenging to sustain his family while driving a rented rickshaw. Therefore, he approached the Center for Zakat Management for assistance. CZM provided Saju Mia with an auto-van, which now enables him to earn Tk. 600 per day. With this income, now he can comfortably manage his household expenses and support his children's education. Saju Mia has expressed happiness and his gratitude to CZM.

center for zakat management
CZM
Center for Zakat Management (CZM)
113/B, Tejgaon Industrial Area, Dhaka-1208, Bangladesh
+880 2 8870 770, +880 1729 296 296
info@czm-bd.org fb.com/czm.org www.czm-bd.org